পুত্রশোকাতুর পিতার বিলাপ।

হে জগদীশ্বর! তোমার কি অপার মহিমা, কি আশ্চর্য্য কীর্ত্তি, কি অদ্ভুত গতি, তোমাকে যে, অপারকরুণাময়, নির্ধনরঞ্জন, দুখীতের দুঃখনাশন, এবং কল্পবৃক্ষ বলিয়া সকলে সম্ভাষণ করে, তাহা সমুদয়ই বৃথা হইল, আর কখনই আমার মনে সত্য বোধ হইবে না; কেন না, তুমি সত্বরে একটী সুফল প্রদান করিয়া, সমুদায় শোক, দুঃখ, রোগ, অধীনতাদি এতদ্ভিন্ন যাবদীয় ক্লেশ ধ্বংস কর, অতিভব-শক্তির সুখসাগরে আমাকে এবং আমার বান্ধবগণকে নিমগ্ন কর, তুমিই পুনর্ব্বার তাহাকে রক্ষা করিয়া, সকলই হরণ করিলে—সকলই ঘুচালে—সকলই মিথ্যা বলালে—বিপদ ঘটালে—আমার সন্তান হওয়াতে যাহারা দুঃখিত ছিল, তাহাদিগকেও কাঁদালে। এই কি তোমার উচিত? আমি ত কখন ঐ

বুদ্ধির বৈপরিত্য জন্মে, এবং অবশেষে প্রাণ ত্যাগ করিতেও ইচ্ছা যায়।

হে নাথ! এই সব দুঃখ দিয়া তুমি নিজ নামে কলঙ্ক করিলে, একবারও কি ভাবিলে না সেই ধন কত আদরের ছিল। এমনিই কি করিতে হয়, একান্তই যদ্যপি তুমি আমাকে ক্লেশসাগরে নিপতিত করিবে এমত বাসনা ছিল, তবে অন্য কোন প্রকার দুঃখ প্রদান করিলে কি তোমার পূর্ণ হইত? আশা নিবৃত্তি হইত না?

আহা! সেই আমি, এই জগতিতলে পূর্ব্বে যাহা কিছু ছিল, সমুদায়ই বর্ত্তমান আছে, কিন্তু সেই নেত্রাঞ্জন পুত্র বিহনে পৃথিবী শূন্যময় দেখিতেছি, গৃহ অরণ্য বৎ বোধ হইতেছে সুখাস্পদ বস্তুকে দুঃখাধার জ্ঞান হইতেছে, প্রিয়জনকে শত্রু বোধ হইতেছে, তাহার প্রিয়সম্ভাষণবাক্য শ্রবণে আর সুখানুভব হইতেছে না, অর্থাদি অপ্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে এবং মরণকে মোক্ষ বোধ হইতেছে।

ধন্য হে তোমার কীর্ত্তি জগত আধার।
কে বুঝিতে পারে নাথ মহিমা তোমার ॥
ক্ষণেক অতুল সুখ দাও জীবগণে।
পরক্ষণে দহ তারে অসুখ-দহনে ॥
যে দিন পেলেম কোলে তনয় রতন;
ভাবিলাম হলো বুঝি সুখ উদ্দীপন ॥
এখন কোথায় সুখ কোথা বা তনয়।
সে ধন বিহনে হেরি সব তমোময় ॥
দিয়ে কেন পুনরায় হরিলে তাহায়।
দয়াময় নাম কেহ দিবে না তোমায় ॥
যে দুখ পেয়েছি আমি হারায়ে সে ধনে।
জাগিছে হৃদয় মাঝে প্রকাশি কেমনে ॥
যদি হই "কুবেরের" সম ধনবান ॥
যদি হই তত্ত্বজ্ঞানী "বাল্মীকী" সমান ॥
যদি আমি হই "বৃকোদর" সম বীর।
যদি আমি হই "বৃহস্পতি" সম ধীর ॥
তথাপি মনের দুঃখ ঘুচিবার নয়।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয়।
যদি আমি হই কভু সর্ব্বাংশে প্রধান।
যদি পাই সমুজ্জ্বল সিংহাসনে স্থান ॥
যদি হই মাননীয় সুরপতি সম।
যদি পারি পরাজয় করিবারে যম ॥
যদ্যপি জীবন মম বশীভুত রয়।
যদি আজ্ঞাকারী হয় রিপু সমুদয় ॥
তথাপি মনের দুঃখ ঘুচিবার নয়।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয়।
যদি হই সসাগরা ধরণীর পতি।
যদি "যুধিষ্ঠির" সম হয় ধর্ম্মে মতি ॥

যদি "বিশ্বকর্ম্মা" সম হই শিল্পকর ।
যদি পরাজয় করি বিদ্যার-সাগর ॥
তথাপি মনের দুখ ঘুচিবার নয় ।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয় ॥

যদি প্রকৃতির শোভা করি দরশন ।
পুলকে পূর্ণিত হয় যুগল নয়ন ॥
কবিকুল অগ্রগণ্য কালীদাস মত ।
কিম্বা গুনাকর কবি যেমন ভারত ॥
যদ্যপি তাঁদের মত হই কবিবর ।
স্বভাবে তুষিতে পারি সবার অন্তর ॥
তথাপি মনের দুখ ঘুচিবার নয় ।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয় ॥

যদি হই সাধুদের প্রেমের ভাজন ।
যদ্যপি ভারতবন্ধু কাছে সজ্জন ॥
দীনের দীনতা যদি আমা হতে যায় ।
চিররোগী পাশে যদি রোগ শান্তি পায় ॥
যদি কভু দানশীল হই কর্ণ সম ।
যদি আমি পাই পুনঃ পুত্র অনুপম ॥
তথাপি মনের দুঃখ ঘুচিবার নয় ।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয় ॥

এমন প্রাণের নিধি লুকালো কোথায় ।
কোথা গেলে পুন আমি পাইব তাহায় ॥
কোলে আয় কোলে আয় ওরে যাদুধন ।
হেরে তোর মুখশশি জুড়াই জীবন ।
কোথা গেলি বাপধন, দেখা দে আমায় ।
[illegible] সযত্নেতে আমি রাখিব তোমায় ॥

কোথা গেলি একবার, দুগ্ধ কর পান।
কোথা গেলি একবার, হেসে তোষ প্রাণ ॥
তোরে হেরিবারে মনে সদা ইচ্ছা হয়।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয় ॥

কোথা গেলি একবার, পরহ ভূষণ।
কোথা গেলি একবার, কররে রোদন ॥
হৃদয়ে জ্বলিছে তব বিরহ অনল।
দরশন-বারি দানে কররে শীতল ॥
তোরে হেরিবারে মনে সদা ইচ্ছা হয় ॥
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয় ॥

অনিবার পিতা তোর করিছে রোদন।
একবার না ভাবিলে তাহারে তাপন ॥
কোথা গেলি ? না হেরিয়া তোমার বদন।
তোমার জননী সদা, করিছে রোদন ॥
তোরে হেরিবারে মনে সদা ইচ্ছা হয় ॥
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয় ॥

কোথা গেলি কেবা আর, খেলিবে ধুলায়।
কোথা গেলি কেবা আর, শুইবে দোলায় ॥
কখন এ দুঃখ নাহি; হইবেক দূর।
তোমা ধন বিনে আমি, হয়েছি ফতুর ॥
তোরে হেরিবারে মনে সদা ইচ্ছা হয়।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয় ॥

তোমার নিধনে হলো, দেহ মম হ্রাস।
তুমি বিনে সদা হয়, মূর্খতা প্রকাশ ॥
তোমা ধন বিনে নাহি করিব আয়াস।
কখন হবে না মম, সুখ অভিলাষ ॥
কখন হব না তব শোক বিস্মরণ।
কর্ম্ম কাজে কখন না যাবে মম মন ॥

তোরে হেরিবারে মনে সদা ইচ্ছা হয়।
না হেরে সে চাঁদ মুখ দহিছে হৃদয়॥

তোমার বিহনে ইচ্ছা হয় হই যোগী।
তোমারে ভাবিয়া হইলাম চিররোগী॥
ওরে যাদু তুমি বিনে হেঁট, মম মুখ।
তোমারে ভাবিলে দুখে ফেটে যায় বুক॥
তুমি বিনে বুঝি গেহে, হলো বনবাস।
তোমার বিহনে মনে, নাহিক উল্লাস॥
তোরে হেরিবারে মনে সদা ইচ্ছা হয়।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয়॥

আর নাহি করি আমি, পুত্রধনে আশা।
আর নাহি মনে ভাল লাগে ভাল বাসা॥
কোথা গেলি দেখা দেরে, দুঃখি পিতা বলে।
কোথা গেলি বস এসে পিতামহি কোলে॥
কোথা গেলি দুখ দিয়ে তোমার দাদারে।
কোথা গেলি কেবা আর বাঁচাবে আমারে॥
তোরে হেরিবারে মনে সদা ইচ্ছা হয়।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয়॥

কোথা গেলি ফেলে মোরে দুখের সাগরে।
কোথা গেলি কেবা আর ঘর আলো করে॥
কোথা গেলি চলে তুই কাঁদে জ্যেষ্ঠ তোর।
কোথা গেলি এই দশা করি তুই মোর॥
কোথা গেলি তোর দিদি পড়ে যে ধুলায়।
কোথা গেলি কাঁদে তোর কাকা সমুদায়॥
তোরে হেরিবারে মনে সদা ইচ্ছা হয়।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয়॥

কোথা গেলি পিতৃবন্ধু কাঁদে সব তোর।
তোর শোকে ভেবে তারা হয়েছে অঘোর॥

কি কাজ আমার আর অর্থ উপার্জ্জনে।
কি কাজ আমার আর আত্ম বন্ধু গণে ॥
কি কাজ আমার আর বেঁচে ত্রিভুবনে।
কি কাজ আমার আর পরিবার সনে ॥
কি কাজ আমার আর মনোমত বেশে।
কি কাজ আমার আর যাইয়া বিদেশে ॥
তোরে হেরিবারে মনে সদা ইচ্ছা হয়।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয় ॥

যদি আমি করিতাম রিপুর দমন।
যদি আমি করিতাম সুকৃতি সাধন ॥
যদি আমি নাহি বদ্ধ হতেম মায়ায়।
যদি নাহি হত সুখ পাইয়া তাহায় ॥
যদি নাহি আগে তারে ভাবিতাম মম।
যদি নাহি করিতাম তার উপশম ॥
যদি সেই হেমে নাহি করিতাম ব্যয়।
ভূনিষ্ট হইবা মাত্র হতো যদি লয় ॥
কেন আনিতাম স্বর্ণ ভুষণের তরে।
উজ্জ্বল করিতে তার মুখ সুধাকরে ॥
আগে যদি জানিতাম হইবে এমন।
তাহলে কি ভাবিতাম তাহারে আপন ॥
তাহা হলে এই রূপ হতো না কখন।
ভাবিয়া ভাবিয়া সারা হলেম এখন ॥
ওহে জগদীশ শুন মিনতি আমার।
মম প্রাণ হরে কর এদুখে নিস্তার ॥
তাহা হলে ঘুচে যাবে দুখ মোর সব।
আর নাহি মনেতে পড়িবে তার শব ॥

আর না কাঁদিব আমি তাহার লাগিয়া।
আর নাহি সারা হব তাহারে ভাবিয়া॥
মনদুঃখে দিবা নিশি চক্ষে নীর বহে।
ওষ্ঠাগত প্রাণ সদা দুখ কথা কহে॥
এখন অনেক দুখ আছে মম মনে।
শুনিলে দুখি অধিক হবে বন্ধুগণে॥
হইলে মরণ মম দুখ যাবে দূরে।
যাতনা এড়াব গিয়ে ধর্ম্মরাজ পুরে॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

নির্দয় শমন, রে তোর এই কি বিচার।
অকালে নাশিলি মম প্রাণের কুমার।
ওরে রে নিষ্ঠুর বিধি, এ নহে বিহিত বিধি,
হরিলি হৃদয় নিধি, করিলি আকুল—
সদা সাধ ছিল মনে, সুখি হব পুত্র ধনে,
সে সব বাসনা হলো, দুখের আধার।

হে অবোধমানস! ধৈর্য্যধর, ভ্রান্তি হর, সামান্য ঘটনাতে এত বিলাপ করিলে কি হইবে, সেই প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রের রক্ষা জন্য সাধ্যমতে ত্রুটী কর নাই। ফলে তাহা সাধ্যতীত, তাবৎ মহৌষধি প্রদান করিলে, অপর্য্যাপ্ত অর্থব্যয় করিলে ও আপন প্রাণ নষ্ট করিলে

এবং ঈশ্বরকে স্মরণ করিলেও রক্ষা হইতে পারিত না।

হে মন! কেন আর বৃথা রোদন কর, কেন আর বৃথা অধৈর্য্য হও? এবং কেনই বা দুঃখ প্রকাশ-কর? যদি জগতের সকল প্রকার উত্তমং অবস্থাতে নিবিষ্ট হই, তথাপি এই দুঃখ যাইবেক না। তাহাকে সর্ব্বদাই মনে পড়িবে ইহা তোমার ভ্রম মাত্র।

পরিশেষে আমার এই নিবেদন যে, তুমি সমুদয় শোক দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্ত হও, কি জানি হটাৎ কখন মৃত্যু হইবে তাহা হইলে তুমি নিজ কর্ম্ম দোষে অতিশয় ক্লেশ পাইবে। যখন তোমার সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে স্মরণ করা নাই—সৎ কর্ম্ম করা নাই, তখন তুমি অবশ্যই সর্ব্ব ধন শ্রেষ্ঠ মুক্তিধন হারাইয়াছ, তাহা কি একবার ও মনে হয় না, কেবলই সামান্য পুত্রের নিমিত্ত এত দুঃখ প্রকাশ করিয়া মনুষ্য নামের কলঙ্ক করিও না।

এভাবে পাপের ভোগ তেজিলে জীবন ।
অনায়াশে হবে তব সর্গেতে গমন ॥
সামান্য রাগের ভরে করহে বিবাদ ।
আপনি আপন দোষে ঘটাও প্রমাদ ॥
অর্থ আশে নিয়তই কর মহাপাপ ।
অনর্থক পাও তুমি যথোচিত তাপ ।।
অনিত্য সুখের লাগি মত্ত অতিশয় ।
বিভু গুণ গান করি কাল কর ক্ষয় ।।

সামান্য পেটের তরে দেহ কর নাশ ।
পরনারী হরিবারে কর অভিলাষ ।।
সুখ সার এ সংসার ভেবে তুমি মন ।
দুঃখ জালে নিজে তুমি পড় সর্বক্ষণ ।।
[illegible] ত্যজ লোকালয় যাও যাও বনে ।
সেই স্থানে গিয়া তুমি তাঁরে ভাব মনে ।।
বিনে দুঃখে তুমি সুখে রহিবে নিশ্চয় ।
বিভু গুণ গান করি কাল কর ক্ষয় ।।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ।

তাল জৎ।

কি হলো, কোথা গেল,
দুঃখ দিয়ে, সে আমায়।
যার লাগি, দুখ ভাগি, কোথা সে আমার হায়।
সে আমার, আমি তার, তারে ভুলে থাকা দায়।
ভাবনায়, প্রাণ যায়, কেন দেহ সে জ্বালায়।
তার তরে, আঁখি ঝরে, [illegible]টে কত [illegible]টে [illegible]য়।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ।

তাল জৎ।

মনে করি, ভুলি তারে, ভোলা নাহি যায় রে।
[illegible] স্বপনে হেরি, নয়নে [illegible] রে।
[illegible] প্রাণ, মন প্রাণ, সদা [illegible] রে।
কত কাঁদি, বিধি বাদী, হইল আমার রে।
সে সনে পড়িলে মনে, দুঃখ পায় প্রায় রে।

রাগিণী সিন্ধু।
তাল আড়া ঠেকা।

এসো এসো চন্দ্রানন, ভাবি সদা তোমারে।
না হেরে বদন তব, দুখিত আছি অন্তরে।
তুমি মম প্রাণ ধন, বধিয়ে মম জিবন, কোথা
গেলে বাঞ্ছাধন, দুঃখ দিয়ে আমারে।

—oo—

রাগিণী বেহাগ।
তাল কাওয়ালি।

মন কেন তারে তুমি ভাবনা।
ভাবিলে যাঁহারে, যাবে ভবের ভাবনা।
মিছা ভাবে ভাবী হোয়ে, পরেরে আপন
কোয়ে, অকারণ ওরে মন রোদন করোনা।।

—oo—

রাগিণী পার ভৈরবি।
তাল আড়া ঠেকা।

মন কেন কর অপার বাসনা।
দারা সুত পরিজন, কেহই নহে আপন,

ক্ষণে দেয় দরশন, জেনেও কি জাননা—
বদ্ধ হয়ে মায়াকারে, ভুলিয়া রোহেছো তাঁরে,
জাননা অন্তিমে কত পাইবে যাতনা।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।
তাল জৎ।

কি কারণ, জ্বালাতন, অহরহ লাগি তার
মায়া পাশে, অনায়াসে, বদ্ধ রহ অনিবার।
নিরাকার, সর্ব্বসার, তাঁরে মন কর সার।